একটি রাত
(বনফুলের 'ভীমপলশ্রী' অবলম্বনে)
H.N.C PRODUCTIONS
পরিবেশনা • চিত্রপরিবেশক লিঃ

'বনফুল'-এর 'ভীমপলশ্রী' অবলম্বনে

সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত

একটি রাত

।। প্রযোজনায় :: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।।

।। পরিচালনা :: চিত্ত বসু ।। ।। চিত্রনাট্য :: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ।। ।। গীতিকার :: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ।।
।। সঙ্গীত পরিচালনা :: অনুপম ঘটক ।। চিত্র-শিল্পী :: বিজয় ঘোষ ।। শব্দ-যন্ত্রী :: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ।।
।। চিত্র-সম্পাদক :: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ।। শিল্প নির্দ্দেশক :: সুধীর খাঁ ।। রূপ-সজ্জায় :: বশীর আমেদ ।।
।। ব্যবস্থাপক :: সত্য বসু ।।

সহকারিতায়

।। পরিচালনায় :: বিশু দাশগুপ্ত ।। বুল্টু পালিত ।। চিত্র-শিল্পে :: দিলীপ মুখোপাধ্যায় ।। বৈদ্যনাথ বসাক ।।
।। শব্দধারণে :: শৈলেন পাল ।। ধীরেন কুণ্ডু ।। চিত্রসম্পাদনায় :: নিরঞ্জন বসু ।। স্থিরচিত্রে :: স্টুডিও স্যাণ্ডরী লা ।।
।। শিল্প-নির্দ্দেশে :: সুকুমার দে ।। পটশিল্পে :: জগবন্ধু সাউ ।। রূপ-সজ্জায় :: বটু ও রমেশ ।।
।। ব্যবস্থাপনায় :: পটল সাহা ।। আলোক-সম্পাতে সুধাংশু ঘোষ ।। নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ।। শম্ভু ঘোষ ।। অমূল্য ।।

ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে আর·সি·এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

।। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত ।।

পরিবেশনায়

চিত্র পরিবেশক (প্রাইভেট) লিঃ

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট • কলি: ১৩

কাহিনী

সুশোভন নব-পরিণীতা স্ত্রী অনীতাকে নিয়ে পিতৃ-বন্ধুর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ী যাচ্ছে। পিতৃ-বন্ধু দিগ্বিজয়বাবু থাকেন মুচকুন্দপুরে,……বিদিগিচ্ছিরি নাম, সুশোভনের মনে থাকে না। হাওড়া ষ্টেশনে ঘটলো বিভ্রাট। অনীতাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বুক-স্টলে একটা ম্যাগজিন কেনবার জন্যে সুশোভনকে আসতে হয়। কারণ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে একশো মাইল পথ অতিক্রম করতে তার রোমাণ্টিক মনে সায় দেয়নি। রোমান্সের দেবতা তার মনের খবর বুঝে একটা অঘটন ঘটালো। বই কিন্‌তে কিন্‌তে গাড়ী দিল ছেড়ে। ছুটে যেই গাড়ী ধরতে যাবে, সুশোভনের সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। কোন মুটে মজুরের সঙ্গে নয়, একেবারে সোজা ধাক্কা লাগলো তরুণী সান্ত্বনার সঙ্গে।

চরিত্র চিত্রণে

সুচিত্রা • উত্তম
সবিতা • মলিনা দেবী
চন্দ্রাবতী • মেনকা
গুরুদাস • কমল মিত্র
পাহাড়ী • ভানু বন্দ্যোঃ
জীবেন • অনুপকুমার
তুলসী চক্রবর্ত্তী
শুভেন মুখোপাধ্যায়
জহর রায়
শ্যাম লাহা
হরিধন মুখোপাধ্যায়
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
শিবকালী চট্টোঃ
লীলাবতী • ছবি রায়
উজ্জ্বলকুমার • সতু
ও আরও অনেকে

★

একটা কি-সে যেন পা-পিপ্ করে সান্তনা সোজা এসে পড়লো সুশোভনের বুকে। টাল সামলে মুখ তুলে চাইতেই সুশোভন দেখে, যে-মেয়েটি ঘটনাচক্রে তার বুকে এসে পড়লো, সে তার পূর্ব-পরিচিত বান্ধবী কমরেড সান্তনাদেবী। ঠিক সেই সময় চলমান গাড়ীর ভেতর থেকে অনীতা দুটো ছল্ ছল্ চোখ বার করে দেখলো—তার তরুণ, রোমান্টিক স্বামীর বুকে একজন তরুণী; এবং সে তরুণী সুন্দরী। মুখে তার বিদ্যুতের মত হাসি।

সুশোভন ধাক্কা কাটিয়ে ঘাড় ফেরাতেই দেখে, অনীতাকে নিয়ে ট্রেন প্লাটফম ছেড়ে চলে গেল।

এখন কি করা যায়?

সুশোভন শুনলো, সান্তনাও চলেছে, মুচকুন্দপুরের দিগ্বিজয়বাবুর বাড়ীতেই। কারণ দিগ্বিজয়বাবু হলেন তাঁর সম্পর্কে মেশোমশাই। কথা ছিল, সান্তনাদেবী তাঁর স্বামী ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেই যাবেন কিন্তু বিশেষ কাজে পড়ায় ব্রজেশ্বরবাবু সেদিন যেতে পারেন নি। পরে যাবেন, তাই সান্তনাদেবী একাই যাচ্ছেন।

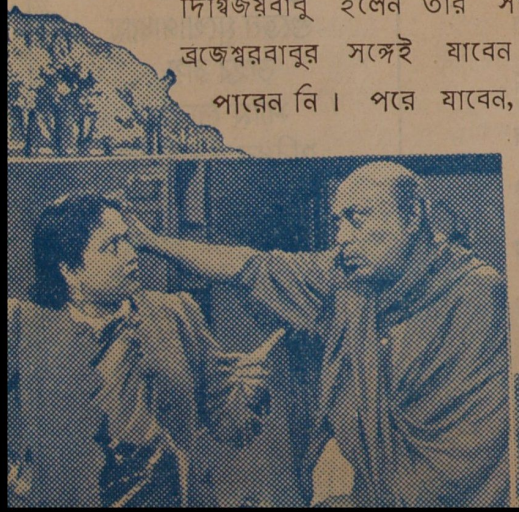

হঠাৎ ট্রেণে উঠতে যাবার মূলে এই বিভ্রাট।

সান্তনা কিন্তু এটাকে বিভ্রাট বলে মানতে রাজী হলো না। এটা হলো, এডভেঞ্চারের একটা সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে সুশোভনের রোমান্টিক মন সাড়া দিয়ে উঠলো।

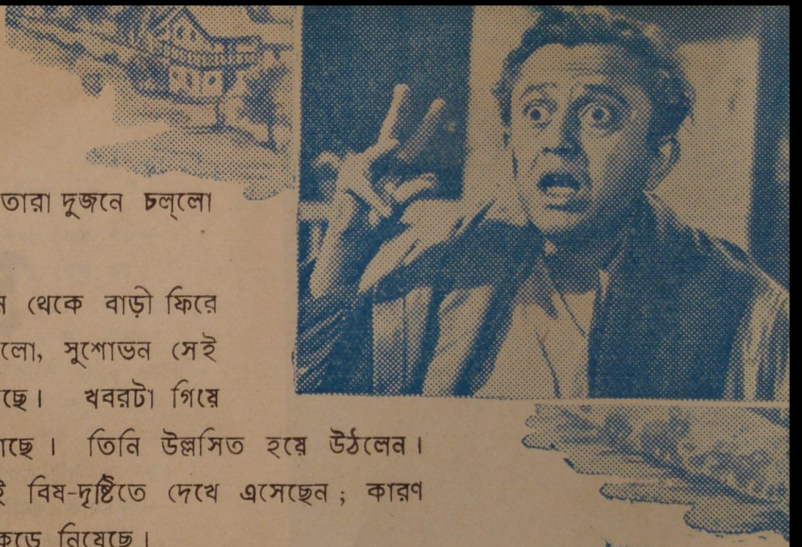

একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে তারা দুজনে চল্‌লো মুচকুন্দপুরের দিকে।

এধারে অনীতা—পরের স্টেশন থেকে বাড়ী ফিরে এসে, বাড়ীর ঝিয়ের কাছে শুনলো, সুশোভন সেই তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়েছে। খবরটা গিয়ে পৌঁছাল তার মা স্বয়ংপ্রভার কাছে। তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সুশোভনকে তিনি গোড়া থেকেই বিষ-দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন; কারণ তাঁর পাশ থেকে অনীতাকে সে কেড়ে নিয়েছে।

শীতের মধ্যরাত্রে স্বয়ংপ্রভা নিদ্রিত স্বামীকে জাগিয়ে তোলেন এবং নেপোলিয়নের মত পদচারণা করতে করতে প্লান করেন কি করে হাতে-নাতে সেই অজানা তরুণীটির সঙ্গে সুশোভন কে ধরা যায়। এক হাতে ক্রন্দন পরায়ণা কন্যা, আর এক হাতে হতবিহ্বল স্বামীকে টেনে নিয়ে স্বয়ংপ্রভা বীর-বিক্রমে চল্‌লেন জামাইকে ধরবার অভিযানে।

সুশোভন ও শান্তনা তখন মোটরের টায়ার ফাটায় পথের মাঝখানে আটকে পড়েছে। ফলে, ফ্যাৎনা-ফিরিঙ্গিপুরের এক হোটেলের ভাঙ্গা ঘরে এক-রাত্রির জন্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে সে দেখছে বাকিংহাম্-প্যালেসের স্বপ্ন!

তারপর কি হলো? সেইটেই "একটি রাত"-এর পর্দায় দেখবেন।

সঙ্গীত

— এক —

ও বাঁশী ডাকে এ-পথ ধরিয়া রাধা
চমকি থমকি যেন চলে
ঘন অন্ধকারে আপন তনু লুকায়ে
চোখে ঐ ফণি-মণি জ্বলে।
কে জানে যেতে হবে আর কত দূরে
আজি এই পথে চলিতে দুটি চরণে
নূপুর বাজে সুখ-সুরে।
ও মুখ যেন কমল-সুকোমল
পরাণ-পরশে ফুলগন্ধ ;
তার ভীরু অন্তর হল কত সুন্দর, দখিনা বহিছে সুমন্দ।
শঙ্কিত হিয়া লাজ-রেখা আননে
তবু ত লাগিছে বেশ—
শ্যাম-অনুরাগিনী, চলিছে একাকিনী—
কোথা এই পথ হবে শেষ!

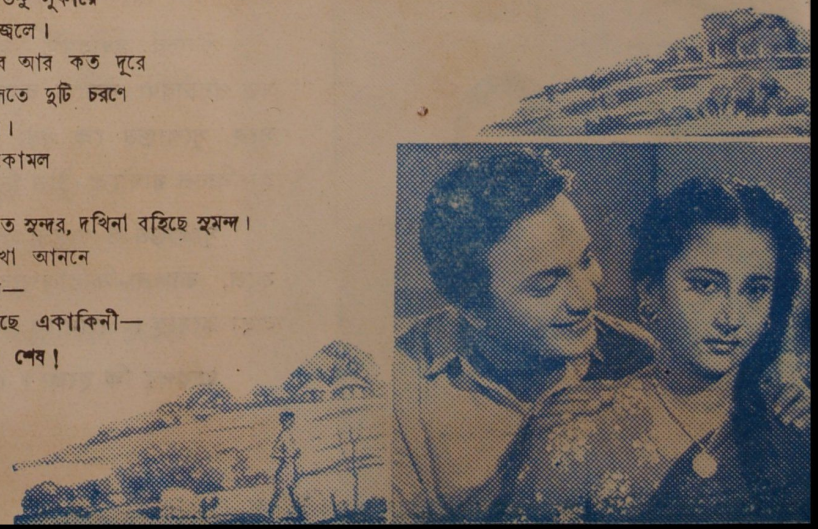

— দুই —

কাঁকন বলে শ্রীমতী তবে শোন—
তুমিতো ভাব তোমায় দেখেই সে বুঝি আছে ভুলে ;
ঘাটের পথে চলিতে তব কাঁখের ঘটে ওগো
আমি যে বাজি তাইত তাহার হৃদয় ওঠে দুলে।
নয়ন বলে শ্রীমতী তবে শোন—
তুমিতো ভাব তোমায় দেখেই সে বুঝি আছে ভুলে ;
আমি স্বপ্নভরা কাজলে যদি মধুর নাহি হতাম
তোমায় সে কি এমন করে দেখিত মুখ তুলে ?
অধর বলে শ্রীমতী তবে শোন—
তুমিতো ভাব তোমায় দেখেই সে বুঝি আছে ভুলে ;
যদি না আমি সরমে রাঙ্গা হাসিতে ভরে থাকি—
তোমার মুখের তুলনা সে কি খুঁজিয়া পেত ফুলে ?

— তিন —

প্রদীপের শিখা কেন কাঁপে
ঝড়ে সে নিভু নিভু হয় ;
আলো দিতে চেয়ে যেন হায়—
প্রাণে জাগে এ কী সংশয় !
যে চাঁদ আকাশে আছে জেগে—
কেন সে হারায় তবে মেঘে ;
আমারই যা আছে চির-দিনই
কেন সে আমার তবে নয় !
জয় ক'রে তবু কেন হায়—
হারাবার কথা শুধু ভাবি ;
মনে হয় জীবনের জয়ে—
কারু বুঝি নেই কোন দাবী।
যে নদী সাগর পানে চলে—
কেন মরু তারে ভোলায় গো ছলে ;
অকারণে তাই হার মানি—
ক্ষণে ক্ষণে হারাবারই ভয়।

এইচ·এন·সি প্রোডাকসন্স এর

পরবর্তী আকর্ষণ!

যাবার বেলা পিছু ডাকে

॥ শ্রেষ্ঠাংশে :: সন্ধ্যারাণী ★ উত্তম কুমার ★ মালা সিংহ ॥

চিত্রনাট্য • নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

• পরিচালনা • চিত্ত বসু •

এবং

বারোঘর এক উঠোন

॥ পরিবেশনায় :: চিত্র-পরিবেশক প্রাইভেট্ লিমিটেড :: কলিকাতা ॥

॥ চিত্র-পরিবেশক প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥
॥ ১৬৭-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ১৩ :: ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ॥ অলঙ্করণে "শিল্পী" ॥ কভার 'কলাবিদ" ॥